আগুন দেখেছি আমি কত জানলায়!

কানসাটের ধুলো মলিন ভূখা নাঙা মানুষগুলো একটা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। অবশেষে সরকারকে নাকে খত দেওয়াতে বাধ্য করলেন তারা। আমরা এতোদিন কেবল আমাদের পূর্ব্বর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে কিংবা বই-পত্তর থেকে *তেভাগা আন্দোলন* কিংবা *নাচোল বিদ্রোহের* কথা শুনেছি। শুনেছি রাজাপ্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহের কথা, কিংবা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মহীয়সী ইলা মিত্রের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথাও। কিন্তু চাপাই নওয়াবগঞ্জের এক অখ্যাত অচেনা গ্রাম কানসাটের প্রান্তিক মানুষগুলো বাঁশ হাতে রুখে দাঁড়িয়ে, এমনকি জীবন দানের মত সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে সম্মিলিত ভাবে সসস্ত্র জিঘাংসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আর দাবী আদায়ের মাধ্যমে যে অগ্নিগর্ভ ইতিহাস তৈরী করলেন, তার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক সময়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর কোথাও পাচ্ছি না।

এ সত্যিকার অর্থেই কৃষক বিপ্লব। গণ অভ্যুত্থান। দেখুন ছবিতে কী দীপ্তিময় আত্মপ্রত্যয়ী মুখ গুলো!

মুক্ত-মনার এক কট্টর সমালোচক আছেন বাংলাদেশে। যৌবনে আন্ডারগ্রাউন্ড বামপন্থী রাজনীতি করতেন। এখনো যেন 'সাম্যবাদের ডাক তার ঘুমে জাগরনে'। তিনি পর্যন্ত ফোন্ করে বললেন, একমাত্র তোমরাই ওই প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রতিরোধ যুদ্ধকে *কৃষক বিপ্লব* হিসেবে চিহ্নিত করেছ, আর কোথাও তো এমনি ভাবে দেখলাম না। হ্যা এ তো বিপ্লব বটেই। অধিকারহীনদের সত্যিকারের জনযুদ্ধ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভুখা নাঙা সাধারণ মানুষগুলোর পেট জ্বলছে, শরীর জ্বলছে, তাদের অবস্থা কতদূর অসহনীয় হয়ে উঠলে সম্মিলিত হয়ে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে; অবলীলায় বিলিয়ে দিতে পারে প্রাণ। ওই যে তত্ত্বকথা ধরে শুনে আসছি শোষণে বঞ্চনায় নিষ্পেশিত হতে হতে একসময় সর্বহারা প্রোলেতারিয়েতরা রখে দাঁড়ায়, জ্বলে ওঠে! কানসাটের মানুষগুলো যেন এর সার্থক রূপকার। কানসাট যেমন ধুলো-মিলিন মানুষগুলোর ক্ষোভকে পুঁজি করে জ্বলে উঠেছে, ঠিক তেমনি হয়ত সারা বাঙলাই জ্বলে উঠবার প্রহর গুনছে। সে আগুন আমি দিব্য চোখে আজ জানালায় জানালায় দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে। দেখতে পাচ্ছি নেপালে। শোষিত বঞ্চিত আটপৌরে মানুষগুলোর অন্তরে তুষের আগুন যেন ধিকি ধিকি জ্বলছে, অহর্নিশি।

আগুন দেখেছি আমি কত জানলায়
কত জানলায় তার মুখের আদল
কত জানলায় তার হারানো বাদল ...

কত জানলার পাশে রাখা পোস্টার
মানুষ জেগেছে দাবী গরাদ ভাঙার
ভাঙে যেন জানলার সকল গরাদ!

হ্যা, গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের মত আমিও কামনা করি - 'ভাঙে যেন জানলার সকল গরাদ'। কানসাটের মর্মকথা এটাই।

কানসাটের বিপ্লবী মানুষগুলোকে অভিনন্দন।

অভিজিৎ রায়
এপ্রিল ১৮, ২০০৬